১৫-০৯-১৬ প্রাত: মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

" মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা এসেছেন তোমাদের পূজারী থেকে পূজ্য বানাতে, পূজ্য থেকে পূজারী আর পূজারী থেকে পূজ্য হওয়ার সম্পূর্ণ কাহিনী তোমরা বাচ্চারা জানো । "

প্রশ্ন :- কোন্ কথা পৃথিবীর অন্য মানুষদের কাছে অসম্ভব মনে হয় কিন্তু তোমরা বাচ্চারা তা অতি সহজেই জীবনে ধারণ করতে পারো ?

উত্তর :- এই পৃথিবীর অন্য মানুষরা ভাবে যে গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে পবিত্র থাকা-- এ তো সম্পূর্ণ অসম্ভব, কিন্তু তোমরা তা সহজেই ধারণ করে নিতে পারো, কেননা তোমরা জানো যে এর ফলে তোমরা স্বর্গের বাদশাহী পেতে পারো । তাই এ হল খুবই সহজ কামানোর উপায় ।

গীত :- কে এল আজ এই প্রভাতে .....

ওম্ শান্তি । অন্ধকার আর আলো অর্থাত্ সকাল এই দুনিয়ায় সম্পূর্ণ আলাদা । দুনিয়ার কাছে এটা সম্পূর্ণ সাধারণ বিষয় । তোমাদের বাচ্চাদের কাছে এই সকাল কিন্তু অসাধারণ । দুনিয়ার মানুষ জানে না এই অন্ধকার আর আলো বা সকাল কাকে বলা হয় । বাস্তবে এই অন্ধকার আর সকাল কল্পের এই পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগেই হয় । এই যুগেই এই অজ্ঞানের অন্ধকার দূর হয় । গানও আছে যে .....জ্ঞানসূর্য প্রকট হল । আকাশের এই সূর্য তো কেবল আলোই দেয় । আর এ হল জ্ঞানসূর্যের কথা। ভক্তিকে অন্ধকারের যুগ আর জ্ঞানকে আলোর যুগ বলা হয় । এখন তোমরা বাচ্চারা জানো যে নতুন প্রভাত হতে চলেছে । ভক্তিমার্গের অন্ধকারের যুগ সম্পূর্ণ হয়ে যায় । ভক্তিকে অজ্ঞান বলা হয় কারণ মানুষ যার ভক্তি করে তাঁর সম্বন্ধে তাদের কিছুই জ্ঞান থাকে না । সময়ই কেবল নষ্ট হয় । সেখানে পুতুল পুজাই হতে থাকে । অর্ধেক কল্প ধরে এই পুতুল পুজা হতে থাকে । কার পুজা করছি সেই জ্ঞানও পুরো থাকা চাই । দেবী দেবতাদের হল পূজ্য ঘরানা । সেই পূজ্যরাই আবার পরবর্তীকালে পূজারী হয় , পূজ্য থেকে পূজারী এবং পূজারী থেকে পূজ্য হওয়ার লম্বা কাহিনী আছে । মানুষ তো পূজ্য এবং পূজারীর অর্থও বোঝে না । পরমপিতা পরমাত্মা শিববাবা আসেনই এই সঙ্গমযুগে যখন অন্ধকারের যুগ শেষ হয়ে যায় । তিনি নতুন প্রভাত বানাতে আসেন । কিন্তু মানুষ কল্পের সঙ্গম যুগের বদলে প্রতি যুগে যুগে লিখে দিয়েছে । যখন চার যুগ সম্পূর্ণ হয় তখন পুরোনো দুনিয়া পুরো হয়ে নতুন দুনিয়া শুরু হয় । তাই এই যুগকে বলা হয় কল্যাণকারী সঙ্গম যুগ । এই সময় সবাই নরকবাসী । যখন কেউ মারা যায় তখন বলা হয় স্বর্গে গেছেন, তাহলে অবশ্যই আগে নরকে ছিলেনা এই কথা কেউই বোঝে না যে আমরা সবাই নরকে আছি । রাবণ সকলের বুদ্ধিতে তালা লাগিয়ে দিয়েছে । সকলের বুদ্ধি এখন শেষ হয়ে গেছে । বাবা বোঝান যে ভারতবাসীরা বিশাল বুদ্ধির অধিকারী ছিলো । তারপর যখন ধীরে ধীরে পাথরতুল্য বুদ্ধি হয়ে যায় তখনই দুঃখ পেতে থাকে । নাটকের নিয়ম অনুসারে মানুষের এমন অবুঝ হতেই হবে । মায়াই এমন অবুঝ তৈরী করে । পূজ্যদের বুঝদার আর পূজারীদের অবুঝ বলা হয় । মানুষ বলে যে আমি নীচ পাপী । কিন্তু কখন তারা বুদ্ধিমান ছিল তা তাদের মনেই পরে না । রাবণরূপী মায়া পুরোপুরি পাথরতুল্য বুদ্ধি বানিয়ে দেয় । এখন তোমরা বুঝতে পেরেছো যে তোমরাই একসময় পূজ্য ছিলে এখন আবার পূজারী হয়েছো।

এখন তোমরা বাচ্চারা খুবই খুশীতে থাকো । অনেক দিন ধরে তোমরা দুঃখে চিত্কার করে এসেছো যে তোমাদের যেন শান্তি মেলে এবং জন্ম – মরণ চক্র থেকে যেন মুক্ত হতে পার । কিন্তু এই মায়ার শিকল থেকেই যে মুক্ত হতে হবে , সেই জ্ঞানও কারোর বুদ্ধিতে নেই । তোমরা জানো যে তোমরা সিঁড়ি নামতে নামতে এসেছো । সত্যযুগে তবু খুবই ধীরে ধীরে নামতে থাকে, এই কলা কম হবার জন্য ওখানে সময় লাগে । সুখের সিঁড়ি নামতে অনেক সময় লাগে । আর দুঃখের সিঁড়ি খুব দ্রুতগতিতে নামতে থাকে । সত্য আর ত্রেতা যুগে হয় ২১ জন্ম আর দ্বাপর আর কলিযুগে হয় ৬৩ জন্ম , অর্থাত্ এই দুই যুগে আয়ুর পরিমাণ কমতে থাকে । এখন তোমরা জানো তোমাদের চড়তি কলা এক মূহুর্তেই হয়ে যায় । এই গায়নও আছে যে রাজা জনক এক সেকেন্ডেই জীবনমুক্তি পেয়েছিলেন । কিন্তু এই জীবনমুক্তির অর্থ মানুষ বুঝতেই পারে না । একজন জনক জীবনমুক্তি পেয়েছিলো নাকি সারা দুনিয়া ? এখন তোমাদের বুদ্ধির তালা খুলে গেছে । কারোর বুদ্ধি যদি খারাপ হয় তাহলে লোকে বলে পরমাত্মা একে সুবুদ্ধিদান করো । সত্যযুগে কিন্তু এমন কোনো কথা থাকবে না । যেসব আত্মারা পরমাত্মা বাবার থেকে অনেক সময় ধরে আলাদা আছে তাদের অনেক হিসেব নিকেশ তৈরী হয় । শিববাবা যখন পরমধামে থাকেন, সেই সময় যেসব আত্মারা তাঁর সঙ্গে সেই মুক্তিধামে থাকে অর্থাত্ যারা পরের দিকে আসে তারা অনেক সময় বাবার সাথে সাথে থাকে । আর তোমরা তো খুব অল্প সময়ের জন্য বাবার সঙ্গে থাকো । প্রথমদিকে তোমরাই বাবার থেকে আলাদা হয়ে যাও , তাই গাওয়া হয় , আত্মা পরমাত্মা বহুকাল ধরে আলাদা আছে .....এখন হলো তাদেরই মেলা যারা বহুকাল ধরে বাবার থেকে আলাদা আছে । যারা অনেক সময় ধরে বাবার সাথে মুক্তিধামে একসাথে থাকে তাদের কিন্তু এই মেলা হয় না । বাবা বলেন যে বিশেষত তোমাদেরই আমি পড়াবার জন্য আসি । আমি আমার বাচ্চাদের সাথে থাকি আর সকল মানুষেরই কল্যাণ হয় । এখন সকলেরই অন্তিম সময় চলছে । এখন সবাই তাদের হিসেব নিকেশ চুকিয়ে চলে যাবে । বাকি তোমরা সবাই রাজ্য ভাগ্য পাবে । এই কথা কারোর বুদ্ধিতেই নেই । তোমরা গাইতে থাকো গড ফাদার , উদ্ধারকর্তা , পথপ্রদর্শক । বাবা তোমাদের এই দুঃখ থেকে উদ্ধার করে শান্তিধামে নিয়ে যাবার জন্য পথপ্রদর্শক হন । সত্যযুগে বাবা কিন্তু গায়িড হন না । বাবা আত্মাদের শান্তিধামে নিয়ে যান, সে হলো নিরাকারী দুনিয়া ....যেখানে আত্মারা থাকে । কিন্তু ওখানে কেউই যেতে পারে না কারণ সকলেই পতিত, তাই পতিত পাবন বাবাকেই সকলে ডাকতে থাকে । বিশেষ করে ভারতবাসী উল্টো হয়ে যায় অর্থাত্ দ্বাপর থেকে দেহ অভিমানে আসে ,তখন সারা দুনিয়া বাবাকে কুকুর – বিড়াল , পাথর ইত্যাদি সবকিছুর মধ্যেই দেখতে থাকে । এ খুবই আশ্চর্য কথা । মানুষ নিজেদের থেকেও আমাকে নীচে নিয়ে যায় । এই ঘটনাও নাটকে লিখিত আছে । কারোর কোনো দোষ নেই , সবাই এই নাটকের বশ । কেউ ঈশ্বরের বশ নয় । ঈশ্বরের থেকেও এই নাটক তীব্র । বাবা বলেন যে আমিও নাটকের নিয়ম অনুসারে সঠিক সময়েই আসবো । আমি একবারের জন্যই আসি । ভক্তিমার্গে মানুষ কত ধাক্কা খেতে থাকে । তোমরা এখন বাবাকে পেয়েছো । তাই বাবার থেকে চট্ করে এই বর্সা নিতে হবে । এই বর্সা পেয়ে গেলে তোমাদের আর ধাক্কা খাবার দরকার হবে না । বাবা নিজেই বলেন আমি এসেই তোমাদের সমস্ত বেদ শাস্ত্রের সার বুঝিয়ে বলি । প্রথমে যা সত্য খণ্ড ছিলো তা কেমন করে মিথ্যা খণ্ড হলো এ কেউই জানে না । গীতার বাণী কে শুনিয়েছিলো এও ভারতবাসী জানে না । এই ভারতেই একদিন আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম ছিলো । দেবতা ধর্মের লোকেরা যখন সতোপ্রধান পূজ্য থেকে তমোপ্রধান পূজারী হয়ে যায় তখন দেবতা ধর্ম প্রায় লোপ হয়ে যায় তারপর বাবা এসে পুনরায় সেই ধর্মেরই স্থাপনা করেন । অনেক চিত্রও আছে আবার শাস্ত্রও আছে । ভারতবাসীদের কিন্তু একটাই শাস্ত্র শিরোমণি, সে হলো গীতা । প্রত্যেকে নিজের ধর্মকে ভুলে গেছে, তাই

নাম বদল করে এর নাম হিন্দু ধর্ম রেখে দিয়েছে । এ সমস্তই এই নাটকে লিখিত আছে । আত্মাই পুনর্জন্ম নিতে নিতে তমোপ্রধান হয়ে যায়, আত্মার উপর খাদ পড়ে যায় । তোমরা জানো যে তোমরা সত্যিকারের গয়না ছিলে এখন তা মিথ্যা হয়ে গেছো । এই গয়না শরীরকে বলা হয় । এই শরীরের দ্বারাই তোমরা অভিনয় করো । তোমরা কত বড় , ৮৪ জন্মের জন্য পার্ট পেয়েছো । তোমরাই দেবতা আবার তোমরাই ক্ষত্রিয় হয়েছো, তোমরাই পূজ্য ছিলে আবার তোমরাই পূজারী হয়েছো । বাবা বলেন, আমি যদি প্রথমে পূজ্য তারপর পূজারী হই তাহলে তোমাদের কে পূজ্য বানাবে । আমি হলাম চিরকালের পবিত্র, জ্ঞানের সাগর এবং পতিত পাবন । তোমরাই প্রথমে পূজ্য তারপর পূজারী হয়ে দিন এবং রাতের চক্রে আসো । কিন্তু দুনিয়ার অন্য লোকেরা তা জানতে পারে না । বাবা তোমাদের বুঝিয়ে বলেন যে এই দুনিয়া ধীরে ধীরে মিথ্যায় পরিণত হয় তখন সঙ্গে সঙ্গে এই মিথ্যা কাহিনী বানানো হয় । ব্যাসদেবও আশ্চর্য জিনিস লিখেছিলেন । এখন ব্যাসদেব তো আর ভগবান নন । প্রকৃত ভগবান এসেই ব্রহ্মার দ্বারা সমস্ত বেদ শাস্ত্রের সার বুঝিয়েছিলেন । তিনিই ব্রহ্মাকে এই শাস্ত্র দিয়ে দিয়েছেন । এখন ভগবান কোথায় ? এমন তো কখনোই হয় না যে বিষ্ণুর নাভি থেকে ব্রহ্মার জন্ম হয়েছিলো । বিষ্ণুও কখনো শাস্ত্র বোঝান নি । না ব্রহ্মা এই শাস্ত্র বুঝিয়েছিলেন । ত্রিমূর্তির উপরে আছেন শিববাবা, তিনি এসেই ব্রহ্মার দ্বারা এই শাস্ত্র বুঝিয়েছিলেন । যাঁর দ্বারা তিনি বোঝান সেই ব্রহ্মাই আবার পালন করেন । তোমরাই হলে ব্রহ্মাকুমার আর ব্রহ্মাকুমারী । ব্রাহ্মণ বর্ণ হল উচ্চ থেকে উচ্চ । তোমরাই হলে এখন ঈশ্বরীয় সন্তান । ঈশ্বরের দ্বারা রচিত এই যজ্ঞকে তোমরাই রক্ষা করছো । এই জ্ঞান যজ্ঞে সমস্ত দুনিয়াই স্বাহা হয়ে যাবে । এই যজ্ঞের নাম রাখা হয়েছে .....রাজস্ব অশ্বমেধ অবিনাশী রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ । এই রাজত্ব প্রাপ্ত করাবার জন্য শিববাবা এই যজ্ঞ রচনা করেছেন । দুনিয়ার মানুষ যে যজ্ঞ রচনা করেন তাতে মাটির শিব বানানো হয় আর শালিগ্রাম বানানো হয় । প্রথমে তা তৈরী করে, তারপরে তা পালন করে অবশেষে তা শেষ করে দেওয়া হয় । দেবতাদের মূর্তির সঙ্গেও এমনই করা হয় । যেমন ছোটো বাচ্চারা পুতুল নিয়ে খেলা করে এই দুনিয়ার মানুষও তেমনই করতে থাকে । আর বাবার জন্য বলা হয় তিনি স্থাপনা করেন, পালন করেন এবং বিনাশ করেন, তাই বাবা প্রথমে হল স্থাপনার কাজ ।

এখন তোমরা মৃত্যুলোক থেকে অমরলোকে যাওয়ার জন্য এই ঈশ্বরীয় পড়া পড়ছ । আর এ হল তোমাদের মৃত্যুলোকের অন্তিম জন্ম । শিববাবা অমরলোকের স্থাপন করতে আসেন । একজন পার্বতীকে অমরকথা শোনালে কি হবে ? তারা অমরনাথ শংকরকে বলে থাকে । শংকরের সাথে পার্বতীকে দেখায়। এখন শংকর, পার্বতী কি করে স্থূল জগতে আসবে ? তাঁদের তো সুক্ষ্মবতনে দেখানো হয়েছো এখন তোমাদের বোঝানো হয়েছে, জগত-অম্বা , জগত-পিতা লক্ষ্মী নারায়ণই হয় । ৮৪ জন্ম নেবার পর লক্ষ্মী নারায়ণ ,জগত অম্বা, জগত পিতা হন । বাস্তবে জগত অম্বা হলেন পুরুষার্থী, আর লক্ষ্মী হলেন পবিত্র প্রালব্ধ । তাহলে কার বেশী মহিমা ? জগৎ-অম্বার কত বড় মেলা বসে । কলকাতার কালী মাতা কত বিখ্যাত । কালী মায়ের পাশে কালো পিতা কেন বানানো হয় না ? বাস্তবে জগৎ-অম্বা প্রমুখ দেবী এই জ্ঞানের চিতায় বসে কালো থেকে গৌর বর্ণের হয়েছিল । প্রথমে জ্ঞান - জ্ঞানেশ্বরী হয় তারপর রাজ-রাজেশ্বরী হয় । এখন এখানে তোমরা এসেছো ঈশ্বরের থেকে জ্ঞান অর্জন করে রাজ-রাজেশ্বরী হতে । লক্ষ্মী-নারায়ণকে রাজ্য ভাগ্যের অধিকারী কে করেছিলেন ? স্বয়ং ঈশ্বর করেছিলেন । অমরকথা, সত্যনারায়ণের কথা বাবাই শোনান যার দ্বারা এক সেকেন্ডেই তোমরা নর থেকে নারায়ণ হতে পার ।

এখন তোমাদের বাচ্চাদের বুদ্ধির কপাট খুলে গেছে যে-- কাম হল মহাশত্রু । মানুষ বলে যে গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে পবিত্র থাকা অসম্ভব । বলা হয় যে - বাবা হলেন স্বর্গের রচয়িতা তাহলে তিনি অবশ্যই নিজের বাচ্চাদের স্বর্গের বাদশাহী দেবেন । তাহলে এই স্বর্গের বাদশাহী পাওয়ার জন্য এক জন্ম তো পবিত্র থাকতেই হবে । এ তো খুব সহজ উপার্জনের উপায় । ব্যবসায়ী লোক এই বিষয়কে খুব সহজেই নিতে পারবে কেননা ব্যবসায়ী লোক অনেক দানও করে থাকেন । তাদের মধ্যে অনেক ধর্ম পরায়ণ ব্যক্তিও থাকেন । বাবা বলেন এই জ্ঞানের ব্যবসা বিশেষ কোনো বিরলাই করেন । এই ব্যবসা খুবই সহজ । আবার কেউ কেউ আছে যারা এই ব্যবসা করেও ছেড়ে দেয় । এই জ্ঞানের কথা বাবা ছাড়া কেউই বুঝিয়ে বলতে পারে না । জ্ঞানের সাগর একজনই শিববাবা, তিনিই সবকিছু বুঝিয়ে বলেন । যারা পবিত্র এবং পূজ্য ছিল তারাই ৮৪ জন্মের শেষে পূজারী হয়ে যায় । এই ব্রহ্মাবাবার শরীরে শিববাবা প্রবেশ করেন । তাহলে প্রজাপিতা তো এখানেই হবে । এখন তোমরা সকলে পুরুষার্থ করে ফরিস্তা তৈরী হচ্ছ । এখন ভক্তিমার্গের রাতের পর জ্ঞানের আলো অর্থাত্ দিন শুরু হয়েছে । এর তিথি তারিখ তো কিছুই নেই । শিববাবা কখন এসেছিলেন , তা কেউই জানে না । সকলেই কৃষ্ণজয়ন্তী ধুমধাম করে পালন করে । শিবজয়ন্তী সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে কেউই জানে না । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি(সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) এই কল্যাণকারী সঙ্গমযুগে এক বাবার থেকেই সত্যিকারের সত্যনারায়ণের কথা, অমরকথা শুনতে হবে । বাকি যা তোমরা এতদিন শুনেছো, সব ভুলে যেতে হবে ।

২) সত্যযুগী বাদশাহী নেবার জন্য এই এক জন্ম পবিত্র থাকতে হবে । ফরিস্তা হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করতে হবে ।

বরদান :- সর্বদা শক্তিশালী বৃত্তির দ্বারা বেহদের সেবায় তৎপর হওয়ার জন্য হদের সমস্ত বিষয় থেকে মুক্ত হও ।

বাবা যখন সাকারে ছিলেন, তখন যেমন সেবা ছাড়া কিছুই নজরে আসত না, তেমনই তোমরা বাচ্চারাও তোমাদের শক্তিশালী বৃত্তির দ্বারা বেহদের সেবায় যদি সদা তৎপর থাকো তাহলে হদের সমস্ত আকর্ষণ তৎক্ষণাত সমাপ্ত হয়ে যাবে । হদের বিষয়ে সময় দেওয়া ....এ হল পুতুলখেলা যাতে সময় এবং শক্তি দুই-ই নষ্ট হয় তাই ছোটো ছোটো কথায় সময় বা জমা করা শক্তি নষ্ট কোরো না ।

স্লোগান :- সেবাতে পেতে গেলে সফলতা নিজের কথাবার্তা আর চাল চলন হতে হবে প্রভাবশালী ।